কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি আপিলের এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী

এবং

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০২২-এর এমএটি ১৯৮৭

সহ

আইএ নং.সিএএন ১ ২০২২-এর

সবিতা নন্দী ও আন্যান্য

-বনাম-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আন্যান্য

২০২২-এর এমএটি ১৯৮৮-এর

সঙ্গে

আইএ নং.সিএএন ২০২২-এর

সবিতা নন্দী ও আন্যান্য

বনাম-

বিধাননগর পৌর কর্পোরেশন ও আন্যান্য

আবেদনকারীর (দের) জন্য (উভয় ক্ষেত্রেই)ঃ শ্রী অরিন্দম ব্যানার্জি,

শ্রী রুপায়ন দেব,

শ্রীমতী প্রিয়া নন্দী।

ব্যক্তিগত উত্তরদাতার জন্য (উভয় ক্ষেত্রেই)ঃ শ্রী রাহুল কর্মকার,

শ্রী সৌনক মুখার্জি,

শ্রী এস এস ভুটোরিয়া।

বিধাননগর পৌর কর্পোরেশনের জন্য (উভয় ক্ষেত্রেই)ঃশ্রী সিরসান্যা বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রী তীর্থঙ্কর দে,

শ্রী অর্ক কুমার নাগ।

শুনানি শেষ হয়ঃ ২৩আগস্ট, ২০২৩।

রায়দান **৩ অক্টোবর, ২০২৩।**

বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী

১. এই মামলার একটি পরিবর্তনশীল ইতিহাস রয়েছে। উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের কারণ হল আবেদনকারী, সবিতা নন্দী (সংক্ষেপে, সবিতা) কর্তৃক ১৯শে মার্চ, ২০০৩ তারিখের অনুমোদন পরিকল্পনার বাইরে উত্থাপিত একটি কথিত গঠন। সবিতার প্রতিবেশী গণেশ চন্দ্র পাত্র (সংক্ষেপে, গণেশ) ২০১৩ সালের ডব্লিউপি ২১৩৯১ (ডাব্লু) নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে এই বিষয়টি প্রথম উত্তেজিত করেছিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, রিট পিটিশনটি এই পর্যবেক্ষণের সাথে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে যদি কোনও ব্যাপক অভিযোগ করা হয়, তবে পৌর কর্তৃপক্ষ এই ধরনের অভিযোগের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে। তারপরে গণেশ ৩রা ডিসেম্বর, ২০১৩-এ রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভায় (সংক্ষেপে, আরজিএম) একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। যেহেতু এটি বিবেচনা করা হয়নি, গণেশ ২০১৪ সালের ডব্লিউপি ২১২৮ (ডাব্লু) দায়ের করেছিলেন যা ৬ই আগস্ট, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যা আরজিএম-এর কাউন্সিলর বোর্ডকে (সংক্ষেপে, বিওসি) পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩-এর ধারা ২১৮-এর অধীনে কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল (সংক্ষেপে, ১৯৯৩ আইন) এবং একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে এটি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল। যেহেতু ৬ই আগস্ট, ২০১৪ তারিখের উক্ত আদেশটি মেনে চলা হয়নি, গণেশ ২০১৪ সালের সিপিএএন ২২৯৬ হিসাবে অবমাননার আবেদনটি পছন্দ করেছিলেন। উক্ত অবমাননার আবেদনে, ২০১৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি বিধাননগর পৌর কর্পোরেশনের কমিশনারকে (সংক্ষেপে, বি. এম. সি) ২২শে মার্চ, ২০১৭-এর মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেহেতু বি. এম. সি দ্বারা আর. জি. এম-এর বিষয়গুলি গ্রহণ করা হয়েছিল। এরপরে, পক্ষগুলিকে নোটিশ দেওয়ার পরে, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭-এ একটি শারীরিক পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮-এ বি. এম. সি কমিশনার দ্বারা একটি ধ্বংসাত্মক আদেশ পাস করা হয়েছিল।

ধ্বংসের আদেশ সবিতা এর ডব্লিউপি নং ৭৬৭২ (ডাব্লু) হিসাবে একটি রিট পিটিশন পছন্দ করেছিলেন সবিতা অবশ্য ১২ই জুন, ২০১৮ তারিখে উক্ত রিট পিটিশনটি প্রত্যাহার করে নেন এবং ৩১শে জুলাই, ২০১৮ তারিখে একটি সংবিধিবদ্ধ আপিল পেশ করেন। উক্ত সংবিধিবদ্ধ আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, গণেশ ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ১৭৯৯৮ (ডব্লিউ) নামে একটি নতুন রিট পিটিশন পেশ করেন যা ধ্বংস আদেশ বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা চেয়েছিল। উক্ত রিট পিটিশনটি ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যাতে আপিল কর্তৃপক্ষকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে সবিতার আপিল বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।এরপরে বিচারাধীন অবমাননার আবেদনটি ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯-এ শুনানির জন্য আসে এবং ৩১শে মার্চ, ২০১৯-এর মধ্যে ৬৮শে মার্চ, ২০১৪-এর আদালতের আদেশ মেনে চলতে বিএমসির পক্ষ থেকে কোনও ব্যর্থতা দেখা দিলে গণেশকে নতুন করে অবমাননার আবেদন করার স্বাধীনতার সাথে আংশিক সম্মতি নথিভুক্ত করার নিষ্পত্তি করা হয়। এরপরে, ধ্বংসের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য গণেশের দ্বারা ২০২২-এর ডাব্লুপিএ ৬৭৮০ হিসাবে একটি রিট পিটিশনে, ১১ই জুলাই, ২০২২-এ একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা হয় যাতে বিএমসিকে 'আগামীকাল নির্ধারিত ধ্বংসযজ্ঞ কঠোরভাবে আইন অনুসারে' চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।নির্দেশগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য রিট পিটিশনটিও ১৮ শতাংশ জুলাই, ২০২২-এ ফেরতযোগ্য করা হয়েছিল। ১১ জুলাই, ২০২২-এর উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সবিতা ২০২২-এর এমএটি ১০৭৭ নামে একটি বাধ্যতামূলক আবেদন পেশ করেছিলেন যা ১৫ শতাংশ জুলাই, ২০২২-এর একটি আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল। উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সবিতা একটি বিশেষ অনুমতি পিটিশন (সংক্ষেপে, এসএলপি) করেছিলেন। ৩রা আগস্ট, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সবিতা কর্তৃক দায়ের করা রিট পিটিশনটি ২০২২ সালের WP ১৫৯৫০ (W) অনুসারে ভাঙনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এক সপ্তাহের মধ্যে যথাযথ বেঞ্চের সামনে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের অধিকার এবং বিরোধের ক্ষতি না করেই এই সময়ের জন্য ভাঙনের আদেশ স্থগিত করা হয়েছে।

এর মধ্যে, গণেশ পূর্ববর্তী অবমাননার আবেদনে প্রদত্ত স্বাধীনতা অনুসারে ২০১৯ সালের সি. পি. এ. এন ১০০৩ হিসাবে একটি নতুন অবমাননার আবেদন পেশ করেছিলেন। ৪ * নভেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে 'যখন সুপ্রিম কোর্ট তার উল্লিখিত আদেশ থেকে স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে রাখা রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করতে চায়, তখন আমার মতে, এই আদালতের ক্ষমতা তার অবমাননার এক্তিয়ারে প্রয়োগ করা উচিত হবে না'। এসএলপিতে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে, সবিতার রিট পিটিশনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং রায়টি ৮ই আগস্ট, ২০২২-এ সংরক্ষিত রাখা হয় এবং বিএমসিকে নির্দেশ দেওয়া হয় রায় না দেওয়া পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য। এর মধ্যে, গণেশ ২০২২-এর ডব্লিউপিএ ৬৭৮০ নামে একটি নতুন রিট পিটিশন পেশ করেন যা ধ্বংসের আদেশের বাস্তবায়ন চেয়েছিলেন যা বিদ্বান একক বিচারক দ্বারা শুনানি করা হয়েছিল এবং ২ '৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর আদেশে সবিতার রিট পিটিশনকে ২০২২-এর ডব্লিউপিএ ১৫৯৫০ হিসাবে ট্যাগ করা হয়েছিল। এরপরে ২২২ নভেম্বর, ২০২২-এ সবিতার রিট পিটিশন খারিজ করা হয়।একই তারিখে, ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৬৭৮০ হিসাবে গণেশের রিট পিটিশনে, বিএমসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধ্বংসের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য, তবে ইতিবাচকভাবে আদেশটি যোগাযোগের তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে। ২০২২ সালের ডব্লিউপি ১৫৯৫০ (ডাব্লু) হিসাবে রিট পিটিশনে ৩০৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের রায়টি ২০২২ সালের এমএটি ১৯৮৮ আপিলে চ্যালেঞ্জের বিষয় এবং ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বরের আদেশটি ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৬৭৮০ হিসাবে রিট পিটিশনে পাস করা আপিলের চ্যালেঞ্জের বিষয় যা সবিতা এবং স্বামীর দ্বারা ২০২২ সালের এমএটি ১৯৮৭ করা হয়।

২. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ব্যানার্জি যুক্তি দেন যে, ২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ পৌর কর্পোরেশন আইন (সংক্ষেপে, ২০০৬ আইন) এর বিধান লঙ্ঘন করে ভাঙার বিরোধপূর্ণ আদেশ জারি করা হয়েছিল। ভাঙার আদেশ জারির আগে আপিলকারীকে শুনানির কোনও যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের এই লঙ্ঘন উক্ত আদেশকে বাতিল করে দেয়। এই ধরনের যুক্তি এমন একজন ব্যক্তি দ্বারা দাখিল করা যেতে পারে যার বিরুদ্ধে আদেশটি ব্যবহার বা কার্যকর করার জন্য, যেকোনো পর্যায়ে এবং যেকোনো কার্যক্রমে, জামানতমূলক কার্যক্রম সহ। এই ধরনের বিরোধের সমর্থনে নবাব খান আব্বাস খান বনাম গুজরাট রাজ্য মামলায় (১৯৭৪) ২ SCC ১২১-এ রিপোর্ট করা রায় এবং বিনা সাহা বনাম কলকাতা পৌর কর্পোরেশন এবং অন্যান্য মামলায় দেওয়া একটি অপ্রকাশিত রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৩. তিনি যুক্তি দেন যে, বিদ্বান বিচারক এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, ২০১৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি কথিত বিচ্যুতি নথিভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিছক পরিদর্শন করা হয়েছিল। এই ধরনের পরিদর্শনের সময় আপিলকারীর উপস্থিতি কমিশনারকে পূর্ব-সিদ্ধান্তমূলক প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয় না আপিলকারীর শুনানির সুযোগ।

৪. শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারি-তে প্রকাশিত ১১ই মার্চ, ২০১৫ তারিখের একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০০৬ সালের আইনের ৩য় ধারার অধীনে বিধাননগরে সদর দফতর সহ একটি পৌর কর্পোরেশন এলাকা রাজারহাট গোপালপুর পৌর এলাকা গঠন করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০৬ সালের আইনের কোনও প্রয়োগ ছিল না। অতএব, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে শুরু হওয়া এবং সম্পন্ন হওয়া নির্মাণের ক্ষেত্রে ২০০৬ সালের আইনের কোনও প্রয়োগ ছিল না এবং তাই, ২০০৬ সালের আইনের অধীনে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত ভাঙার বিতর্কিত আদেশ বাতিল।

৫. তিনি আরও যোগ করেন যে, ৩০শে জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে মাননীয়া আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি ২০০৬ সালের আইনের ২৮৭ ধারার অধীনে কার্যধারা শুরু বা সম্পূর্ণ করার জন্য আরজিএম-কে কোনও এখতিয়ার প্রদান করেছে বলে মনে করা যায় না। কোনও উপযুক্ত আদেশের অভাবে, উক্ত কার্যধারাটি ২০০৬ সালের নতুন আইনের অধীনে অব্যাহত এবং সম্পন্ন করা যেত না এবং এইভাবে, ধ্বংসের চূড়ান্ত আদেশটি এখতিয়ারগত ত্রুটির কারণে ভুগছে এবং আইনের চোখে একটি বাতিলতা। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোনও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যদি এখতিয়ারবিহীন হয়, তবে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত বা অনুসন্ধান পরবর্তী কোনও কার্যধারায় বিচার বিভাগীয় হিসাবে কাজ করতে পারে না। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে **সৈয়দ আলী এবং অন্যান্যদের-বনাম-এপি ওয়াকফ বোর্ড, হায়দ্রাবাদ এবং অন্যান্য (১৯৯৮) ২ এস. সি. সি ৬৪২**-এ মামলায় প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে , রিপোর্ট করা হয়েছে।

৬। বিপরীতে, গণেশের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী কর্মকার বলেন যে, কোনও না কোনও অজুহাতে এবং পৌর কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সবিতা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি অননুমোদিত নির্মাণ বজায় রাখতে সফল হয়েছিলেন। সবিতা বরাবর লক্ষ্য করেছিলেন যে গণেশ তাঁর অবৈধ নির্মাণের বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। ২০১৪ সালের ৬ই মার্চ গণেশের দায়ের করা একটি রিট পিটিশনে আদেশ জারি করে, ১৯৯৩ সালের আইনের ২১৮ ধারার অধীনে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। সবিতাকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তিনি ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখে যৌথ পরিদর্শনে যথাযথভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং তারপরে,ধ্বংস করা হয়েছিল। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিটি 'সৃষ্ট পক্ষপাত'-এর মৌলিক নীতির মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সবিতা প্রমাণ করতে পারেননি যে তাঁর প্রতি কোনও পক্ষপাত সৃষ্টি হয়েছে। স্বীকারযোগ্যভাবে, তাঁর দ্বারা উত্থাপিত নির্মাণে বড় বিচ্যুতি রয়েছে। এই সমস্ত বিচ্যুতি সহ ভবনটি আজ অবধি বিদ্যমান। সবিতা উপস্থিত ছিলেন এমন একটি শারীরিক পরিদর্শন পরিচালনার মাধ্যমে এই ধরনের বিচ্যুতিগুলি নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত বিচ্যুতিগুলি কল্পনার সুদূরপ্রসারী বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না এবং এই ধরনের বিচ্যুতিগুলি নিয়মিত করার জন্য সংবিধানে কোনও বিধানও নেই। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে ধর্মপাল সত্যপাল লিমিটেড-বনাম সেন্ট্রাল ডেপুটি কমিশনার -এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে। আবগারি, গুয়াহাটি এবং অন্যান্য, (২০১৫) ৮ এস. সি. সি ৫১৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

৭। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, নতুন করে আবেদন করার অনুমতি ছাড়াই পূর্ববর্তী আবেদন প্রত্যাহার করা আবেদনকারীকে একই বিষয়ের সাথে জড়িত একটি নতুন আবেদন দায়ের করতে বাধা দেয়। আইন একজন ব্যক্তিকে এমন কোনও অধিকার বা সুবিধা প্রদান করে যা সে চায় না। যে কেউ কোনও অধিকার মওকুফ করে, পরিত্যাগ করে বা অস্বীকার করে সে তা হারাবে। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে সরগুজা পরিবহন পরিষেবা বনাম রাজ্য পরিবহন আপিল ট্রাইব্যুনাল, এম. পি., গোয়ালিয়র এবং অন্যান্যদের (১৯৮৭) ১ এস. সি. সি ৫. ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে, যা -এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

৮. শ্রী কর্মকারের মতে, বিদ্বান একক বিচারক সমস্ত বাস্তব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরে যথাযথ কারণে সমর্থিত নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং যেহেতু বর্তমান আপিলগুলিতে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই কারণ অভিযুক্ত আদেশটি কোনও স্থূল দ্বারা প্রভাবিত হয় না।দুর্বলতা এবং স্পষ্টভাবে বিকৃত বা স্পষ্টভাবে এক্তিয়ার বিহীন নয়।

এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে **ডঃ উৎপল শর্মা-বনাম-অক্ষয় পন্ত এবং অন্যান্যদের** ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়ের (২০১৯) ১ সিএইচএন ৩২৮ উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে, রিপোর্ট করা হয়েছে।

৯. বি. এম. সি-র পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বন্দোপাধ্যায় সবিতার যুক্তি অস্বীকার করেছেন এবং বিতর্ক করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে তিনি পূর্ববর্তী কার্যধারায় তাঁর হলফনামায় স্পষ্টভাবে বিচ্যুতিগুলি স্বীকার করেছেন যা স্পষ্ট হবে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ থেকেঃ

'১১। এটি অত্যন্ত সম্মানের সাথে জমা দেওয়া হয়েছে যে অনুমোদিত অনুমোদন পরিকল্পনা থেকে কথিত বিচ্যুতি/প্রস্থান সহনীয় এবং নিয়মিতযোগ্য হতে পারে এবং ধ্বংসের মতো কঠোর শাস্তির পক্ষে ন্যায্য নয়। যেহেতু অভিযুক্ত অননুমোদিত অংশটি সর্বজনীন স্থানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে না, তাই তিনি নিয়মিতকরণের জন্য আবেদন করার জন্য মাননীয় আদালতের কাছ থেকে অনুমতি চায়।'

১০. সামগ্রিকভাবে উক্ত হলফনামাটি পর্যালোচনায় জানা যাবে যে, সবিতা অনুমোদন পরিকল্পনার সঙ্গে বিচ্যুত হয়ে নির্মাণের কথা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, ধ্বংসের আদেশ জারি করার আগে তাকে বিচ্যুতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার একটি সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত এবং বিচ্যুত অংশের নিয়মিতকরণের সুযোগ রয়েছে তা উপলব্ধি না করেই ধ্বংসের আদেশটি পাস করা হয়েছিল। এই ধরনের অনুমান করার পরে, সবিতাকে নতুন করে আবেদন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে যে বিদ্যমান নির্মাণটি ছিল। অনুমোদনের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্থাপিত হয়েছে।

১১. ধারা ৪০৩ (২) (ডি)-এর বিধানগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দেখান যে, 'প্রতিটি বাজেট পাশ হয়েছে, ঋণ নেওয়া হয়েছে, মূল্যায়ন করা হয়েছে

তৈরি, বিল্ডিং পরিকল্পনা অনুমোদিত, লাইসেন্স বা অনুমতি বা অনুমোদন অনুমোদিত বা পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৮-এর অধীনে জারি করা বা অন্য কোনও অনুরূপ পদক্ষেপ....নতুন আইনটি ভুল।

১২। উত্তরে, শ্রী ব্যানার্জি জমা দিয়েছেন যে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতা বাতিল করা যাবে না বা কোডের অর্ডার XXIII এর বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ।

১৩. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করে।

১৪. সবিতার এই যুক্তি যে উত্তরদাতারা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছে তা বিদ্বান একক বিচারক যথাযথভাবে অস্বীকার করেছিলেন কারণ ধ্বংসের আদেশ জারি করার আগে বি. এম. সি কর্তৃপক্ষ পক্ষগুলিকে জানিয়েছিল যে একটি শারীরিক পরিদর্শন করা হবে এবং এই জাতীয় বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, পক্ষগুলি শারীরিক পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিল। তাদের উপস্থিতিতে পরিমাপ নেওয়া হয়েছিল এবং বিচ্যুতিগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ধরনের বিচ্যুতিগুলি ধ্বংসের ক্রমেও স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটি এমন কোনও মামলা নয় যে নির্মাণ ধ্বংসের কার্যধারা অবিলম্বে তড়িঘড়ি করা হয়েছিল। বর্তমান মামলার নথি থেকে জানা যায় যে, গণেশ প্রথম ২০১৩ সালে [২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. ২১৩৯১ (ডব্লিউ)] একটি রিট পিটিশন পেশ করেছিলেন, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, সবিতা অনুমোদনের পরিকল্পনার বিচ্যুতিতে অবৈধ নির্মাণ করেছেন। উক্ত রিট আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে, তবে দেখা গেছে যে কোনও বিস্তৃত অভিযোগ করা হলে পৌরসভা ব্যবস্থা নেবে।

যেহেতু এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, গণেশকে ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. ২১২৮ (ডব্লিউ) নামে দ্বিতীয় রিট পিটিশন পেশ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। যেহেতু ৬ই মার্চ, ২০১৪ তারিখের আদেশটি মেনে চলা হয়নি, তাই একটি অবমাননার আবেদন পেশ করা হয়েছিল যাতে ২০শে জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে একটি আদেশ পাস করা হয়েছিল এবং তদনুসারে ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে পরিদর্শনের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। উক্ত পর্যবেক্ষণে আবেদনকারী অজ্ঞতার ভান করতে পারেন না এবং যুক্তি দিতে পারেন যে কার্যধারা সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। সবিতা পূর্ববর্তী কার্যধারায় তাঁর হলফনামায় এই ধরনের অবৈধ নির্মাণের কথা স্বীকার করেছেন এবং বিবৃতি দিয়েছেন যে ধ্বংসের আদেশ জারি করার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এই ধরনের বিচ্যুতি নিয়মিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত ছিল। সুতরাং, আমরা শ্রী ব্যানার্জির এই যুক্তি মেনে নিতে অক্ষম যে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির কোনও লঙ্ঘন হয়েছে। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা ব্যক্তির প্রতি ন্যায্যতা দেখান, তবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের কোনও লঙ্ঘনের অভিযোগ করা যায় না। প্রশাসনিক বাস্তবতা এবং প্রদত্ত মামলার অন্যান্য কারণগুলির উল্লেখ না করে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের অস্বাভাবিক সম্প্রসারণের অভিযোগ করা যেতে পারে বিরক্তিকর।

১৫. আদেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোডের XXIII আদেশের অধীনে বার সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত নির্বিশেষে, আদালত সবিতার দাবির গুণাগুণের দিকে নজর দিয়েছিল এবং আরও বেশি করে যখন এটি সাংবিধানিক আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যা একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে আহ্বান করা হয়েছে, তখন এটি হবে বিষয়টির গুণাগুণের উপর যুক্তিগুলি উন্নত হিসাবে পরীক্ষা করা ন্যায্য।

উপরন্তু, সুপ্রিম কোর্ট ৩ আগস্ট তারিখের আদেশ দ্বারা, ২০২২ রিট কোর্টকে যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

১৬. রাজারহাট গোপালপুরের পৌর এলাকার ক্ষেত্রে বি. এম. সি গঠনের আগে এই ধরনের অনুমোদনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি ভবন পরিকল্পনা অনুমোদিত এবং নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে শ্রী ব্যানার্জির যুক্তি ২০০৬ সালের আইনের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে হস্তক্ষেপ করা যেত না। আইনের বিধানগুলি সামগ্রিকভাবে পড়া দরকার। একটি নির্দিষ্ট ধারা তুলে ধরা এবং হাইলাইট করা যায় না। ২০০৬ সালের আইনের বিধানগুলির একটি যৌগিক পাঠ বিশেষত ধারা ৩৮৩ এবং ধারা ৪০৩ (২) (ডি) এর বিধানগুলি শ্রী ব্যানার্জির যুক্তিকে কোনও সমর্থন দেয় না। পুরনো আইনের অধীনে একটি অসম্পূর্ণ কার্যধারা নতুন আইন ঘোষণার পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে মনে করা অযৌক্তিকতা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মিঃ ব্যানার্জির এই যুক্তি মেনে নিতে পারি না যে বি. এম. সি কমিশনারের জারি করা ধ্বংসের আদেশে কোনও সমস্যা নেই এক্তিয়ারগত ত্রুটির।

১৭। এমনকি সত্য বা অতিরিক্ত তথ্যের সামান্য পার্থক্যও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অনেক পার্থক্য আনতে পারে। রায়টি উত্থাপিত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া আইনের ইস্যুর একটি নজির এবং কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্যে করা পর্যবেক্ষণ নয়। যে রায়গুলির উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছে সেগুলিতে বর্ণিত আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নেই। আপিলকারীর পক্ষ থেকে, তবে, এগুলি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়।

১৮। আমাদের বিবেচনাধীন মতামত হল যে শিক্ষিত একক বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। কোনও স্বেচ্ছাচারিতা নেই, দুর্বোধ্যতা, অযৌক্তিকতা বা বিকৃতি আপিলকারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

১৯। তদনুসারে, আপিল এবং সংযুক্ত আবেদনগুলি হল বাতিল।

২০। তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

২১. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর, পক্ষগুলিকে প্রদান করা হবে।

(বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি) **(বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly